



192428 - কাযা রোযার নয়িত যথা সময়ে আদায়কৃত রোযার মত রাত থেকে পাকাপোকৃত হওয়া আবশ্যিক;

প্রশ্ন

আমি জানতাম না যে, যে নারী রমযান মাসে হায়যেগ্রসত ছিলি সে নারীকে নফল রোযা পালন করার আগে দ্রুত কাযা রোযা পালন করতে হয়। এ কারণে আমি রমযানরে পরে কিছু নফল রোযা রেখেছি। এখন আমি সে রোযাগুলোর নয়িত কি পরবির্তন করতে পারব এবং যে রোযাগুলো রেখে ফলেছি সেগুলোকে কাযা রোযা হিসেবে ধরতে পারব? দিনরে বলোয় কি নয়িত পরবির্তন করা যায়? অর্থাৎ আমি যদি নফল রোযা হিসেবে রোযাটি রাখা শুরু করি দিনরে বলোয় আমি নয়িত পরবির্তন করে কাযা রোযার নয়িত করতে পারব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে নফল রোযা পালন করা শেষে হয়ে গেছে সে রোযার নয়িত পরবির্তন করে সেটাকে রমযানরে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা হিসেবে ধরা সঠিক নয়। যহেতু কাযা রোযার নয়িত রাত থেকে পাকাপোকৃত হওয়া আবশ্যিক। কারণ কাযা আমলরে হুকুম সময়মত আদায়কৃত আমলরে হুকুমরে মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ফজররে আগে নয়িত পাকা করেনি তার রোযা নহে"। [সুনানে তরিমযি (৭৩০), আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন] হাদিসটি বর্ণনা করার পর তরিমযি বলছেন: আলমেদরে নকিট এই হাদিসরে অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি রমযানরে রোযার নয়িত ফজররে আগে করেনি কিংবা রমযানরে কাযা রোযার নয়িত ফজররে আগে করেনি কিংবা মানতরে রোযার নয়িত রাত থেকে করেনি। তবে, নফল রোযার নয়িত সকালে করাও বধি। এটি ইমাম শাফয়ি, আহমাদ ও ইসহাকরে অভিমত। [সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

রমযানরে রোযা, কাযা রোযা, কাফ্ফারার রোযা, হজ্জরে ফদিয়ার রোযা ইত্যাদি ওয়াজবি রোযাগুলোর নয়িত দিনরে বলোয় করলে শুদ্ধ হবে না- এতে কোন মতভদে নহে। [আল-মাজমু (৬/২৮৯) থেকে সমাপ্ত]

[দখুন: ইবনে কুদামার 'আল-মুগনী' (৩/২৬)]

আরকেটি কারণ হল- ইবাদত পালন শেষে হয়ে যাওয়ার পর নয়িতরে পরবির্তন ইবাদতরে উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।



সুযুতি (রহঃ) 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়রে' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৭) বলেন:

"যদি কটে নামায সমাপ্ত করার পর নামায কর্তন করার নিয়ত করে আলমদেরে সর্বসম্মতক্রমে এতে নামায বাতলি হবে না। অনুরূপ বখান সকল ইবাদতেরে ক্ষতেরেও প্রযোজ্য।"[সমাপ্ত]

অতএব, যে রোযাগুলো নফল হিসেবে পালন করা হয়েছে সেগুলো কাযা রোযার দায়িত্ব মুক্ত করবে না।

আরকেটি কারণ হচ্ছে- সে ব্যক্তি তো নফল রোযা হিসেবে আমলটি শুরু করেছে। এরপর দিনের বেলায় ঐ রোযাককে কাযা রোযাতে পরবর্তন করার ভাবনা উদ্ভবে হয়েছে। এর মানে সে ব্যক্তি যে দিনটির সম্পূর্ণ অংশ ওয়াজবি রোযাতে কাটানোর কথা সেই দিনেরে কিছু অংশ নফল রোযাতে কাটয়িছে। তাই এ রোযা ফরয রোযার কাযা হিসেবে দায়িত্ব মুক্ত করবে না। কারণ আমল মূল্যায়তি হয় নিয়ত দিয়ে। যহেতু সে ব্যক্তি দিনেরে কয়িদংশ নফল রোযা রেখে কাটয়িছে।

আরকেটি কারণ হচ্ছে- সাধারণ রোযা থেকে নরিদষ্টি রোযার দকি নিয়তেরে পরবর্তন; এমনটি করা সঠিক নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

তবে, আমরা এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কারো দায়িত্বেরে রমযানের কাযা রোযা থাকলেও তার জন্য নফল রোযা রাখা নিষিদ্ধ নয়; যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- কারো উপরে রমযানের কাযা রোযা কংবা অন্য কোন ফরয রোযা থাকা সত্ত্বেও তার নফল রোযা পালন করা সঠিক হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী রমযান আসার আগে তার সামনে কাযা রোযা পালন করার মত সময় থাকে। তবে, রমযানের কাযা রোযা পালন করার আগে শাওয়ালরে ছয় রোযা পালন থেকে নিষিধে করা হয়; যদিও বিষয়টি আলমেদেরে মাঝে মতভেদপূর্ণ।

আরও জানতে দেখুন: [39328](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।